সম্মেলন

শনিবার সিপিএমের আলিপুরদুয়ার পূর্ব-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় এসএসকে সেন্টারে উত্তর ভাটিবাড়ি শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

চা বলয়ের ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

শুভজিৎ দত্ত

উত্তরের সপ্তাহের মুখ

গত সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ সরগরম ছিল কী নিয়ে? কাকে নিয়ে ছিল হইচই? প্রতি রবিবার এমন আলোচিত চরিত্রের খোঁজ দেবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এবারের আলোচনায় চা বলয়ের দুই কন্যা। মানুষের সেবায় ব্রতী তাঁরা। কেউ সাইকেলে চেপে খোঁজখবর নেন প্রতিটি পরিবারের স্বাস্থ্যের। কেউ আবার ফাঁক পেলেই ছুটে যান সুস্বাস্থ্যের বার্তা নিয়ে বাগানে বাগানে।

সুনীতা দত্ত

নীলিমা দাস

নাগরাকাটা, ২৫ সেপ্টেম্বর : সেবা অন্ত প্রাণ দুজনেরই। কেউ সাইকেল চেপে ঘুরে বেড়ান গ্রামের দোরে দোরে। খোঁজখবর নেন প্রতিটি পরিবারের স্বাস্থ্যের। কেউ আবার ফাঁক পেলেই ছুটে যান প্রত্যন্ত বন্ধ ও রগ্ন চা বাগানের শ্রমিকদের মাঝে। বার্তা দেন রোগমুক্ত থাকার উপায় নিয়ে। তাঁদের এই মানবিকতারই স্বীকৃতি মিলেছে সম্প্রতি। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার দুই নার্স সুনীতা দত্ত ও নীলিমা দাস এবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে পেয়েছেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল পুরস্কার। খুশি দুজনই। তবে এখানেই থেমে থাকতে চান না তাঁরা। একইসুরে বলছেন, 'মানুষের জন্যই তো এই পথচলা। আরও বহু দূর যেতে হবে।'

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পাবলিক হেলথ নার্স (পিএইচএন) পদে কর্মরত নীলিমার নার্সিং পেশায় প্রবেশ ১৯৯৭ সালে। মাথাভাঙ্গা, বক্সিরহাটের হাসপাতাল হয়ে বীরপাড়ায় কাজ শুরু করেন ২০০৬ থেকে। তারপর থেকে ধ্যানজ্ঞান করেছেন চা বাগান অধ্যুষিত ওই এলাকাকে। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না থাকেন পাখির চোখ করেছেন ওই লক্ষ্যকেই। পরিবার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে যক্ষ্মা, এইডস, পোলিও, মশাবাহিত নানা রোগ, শিশুদের টিকাকরণের মতো হাজারো কর্মসূচির দায়িত্ব পালনে এতটুকু কার্পণ্য রাখতে চান না। কাজে অসামান্য অবদানের জন্য সরকারি স্বীকৃতি তিনি এর আগেও পেয়েছেন। ২০১৮ সালে জেলা শাসক ও ২০১৯ সালে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছ থেকেও সেরা স্বাস্থ্যকর্মীর পুরস্কার পান। নীলিমাদেবীর দুই কন্যা। বড় কৃষ্টি নবম শ্রেণির ছাত্রী। ছোট মেয়ে দৃষ্টি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। স্বামী বিমান সাহা টি বোর্ডে কর্মরত।

অন্যদিকে, নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর নুনখাওয়াডাঙ্গা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে এএনএম নার্স হিসেবে সুনীতা কাজ শুরু করেন ২০০৭ সাল থেকে। চাকরিতে ঢোকেন ২০০৬ সালে। প্রথম কর্মস্থল গ্রাসমোড় চা বাগানের বিএস কোম্পানির উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। উত্তর নুনখাওয়ায় যাওয়ার পর সব মিলিয়ে ৩টি গ্রামের দোরে দোরে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে একা কুম্ভ হয়ে তাঁর অক্লান্ত লড়াই চলছেই। পাশাপাশি এপর্যন্ত আটকেছেন ২০টিরও বেশি বাল্যবিবাহ। বাড়িতে প্রসবের ঘটনা এখন ওই এলাকায় শূন্য। ২০০-র বেশি মহিলাকে জন্ম নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন। অন্তঃসত্ত্বা মায়েদের নিয়ে সস্তার পুষ্টিকর খাবারের ওপর ধারাবাহিক আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ফল মিলেছে তাঁর কর্মস্থলের আওতাধীন গ্রামগুলিতে। অপুষ্ট শিশুর জন্ম এখন সেখানে নেই বললেই চলে। সুনীতাদেবীর বছর ছয়েকের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। তার নাম সান্নিধ্য। স্বামী বিভাস বিশ্বাস গয়েরকাটার ব্যবসায়ী।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তাঁদের অনলাইনে সংবর্ধিত করেন। শনিবার সংবর্ধনা প্রদান করে ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল। এরাজ্য থেকে এবার ওই দুই নার্সই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল পেয়েছেন। স্মারক, মেডেল, শংসাপত্রের পাশাপাশি তাঁদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে কেন্দ্রের থেকে। আর্থিক পুরস্কার দুজনই ভালো কাজে ব্যয় করতে চান। সুনীতা দত্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি উত্তরের আরেক গর্ব পদ্মশ্রী করিমুল হকের হাসপাতাল মানব সেবা সদনের উন্নয়নকল্পে কিছু সাহায্য করবেন।

রশিদপুরে অভিনব উদ্যোগ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

ফ্রি শপিং মলে দুঃস্থদের কেনাকাটা

বুনিয়াদপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে ফ্রি শপিং মল তৈরি করে দুঃস্থদের হাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় তুলে দিল এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। শুক্রবার বুনিয়াদপুরের রশিদপুরে আয়োজিত শপিং মলে জামাকাপড় বাছাই করতে ঢল নামে দুঃস্থ মানুষজনের। এরপর পছন্দমাফিক সেই পোশাক তাঁদের হাতে তুলে দেন সংস্থার সদস্যরা। তবে, এই জামাকাপড়গুলো দেখে কোনওমতেই মনে হবে না যে, এগুলো পুরোনো। স্থানীয় ধনী ও মধ্যবিত্তের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অব্যবহৃত জামাকাপড় সংগ্রহ করে সেগুলো পরিষ্কার ও ইস্ত্রি করেন সংস্থার সদস্যরা। এরপর এই মলে সাজিয়ে রাখেন দুঃস্থদের উপহার দেওয়ার জন্য।

এবিষয়ে সংস্থার কর্ণধার রিপন সাহা বলেন, 'সামনে দুর্গাপুজো। করোনা পরিস্থিতির জন্য অনেক গরিব মানুষই এবারে তাঁদের পছন্দমতো জামাকাপড় কিনতে পারবেন না। তাই আমরা তাঁদের বিনামূল্যে ব্যবহারযোগ্য পোশাক বিলি করার ব্যবস্থা করেছি। আজকে আমাদের ফ্রি শপিং মলে ৭৫ জন মানুষ নিজেদের পছন্দের জামাকাপড় পেয়েছেন।'

শাড়ি নিতে আসা এক মহিলা শেফালি সরকারের হাতেই ফিতা কেটে এই শপিং মলের উদ্বোধন করেন সংস্থার সদস্যরা। শেফালি সরকার বলেন, 'অসুবিধার কারণে অন্যের জামাকাপড় পরেই পুজো পার করতে হয় আমাদের। এবারে এই ফ্রি শপিং মলে ব্যবহারযোগ্য পছন্দের শাড়ি পেয়ে খুবই ভালো লাগছে।'

উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্ণধার ও সদস্যদের পাশাপাশি বংশীহারী টাউন তৃণমূলের যুব সভাপতি তন্ময় সরকার।

বনধের সমর্থনে শিকারপুরে সভা

বেলাকোবা, ২৫ সেপ্টেম্বর : আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বনধের সমর্থনে শনিবার বেলাকোবার শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকারপুর হাটে সভা করল রাজগঞ্জ ব্লক সংযুক্ত কিষান মোর্চা।

সভায় অমলকুমার রায় বলেন, 'নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি, তিনটি কৃষি আইন, বিদ্যুৎ বিল বাতিল সহ ৪ শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে আমরা পথে নামছি।' আগামী সোমবার ভারত বনধ ডেকেছে বাম সংগঠনগুলি। এর সমর্থনে চলছে জোরকদমে প্রচার।

খেলায় মগ্ন...

সবুজে ঘেরা শৈশব।। ময়নাগুড়ি ব্লকের বুধুরাম বস্তিতে শনিবার অর্ঘ্য বিশ্বাসের ক্যামেরায়।

নয়া কমিটি

পারডুবি, ২৫ সেপ্টেম্বর : শনিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাইবাড়িতে সারা ভারত কৃষকসভার পারডুবি অঞ্চল শাখার সম্মেলন হয়। নতুন কমিটি গড়া হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য তথা ব্লক কমিটির সভাপতি শশধর বর্মন, ব্লক কমিটির সদস্য মহেশ বর্মন, লালটু প্রামাণিক, আসিরুদ্দিন মিয়াঁ, ডিওয়াইএফআই-এর জেলা কমিটির সদস্য শাহজাহান ইসলাম প্রমুখ।

সভা

নয়ারহাট, ২৫ সেপ্টেম্বর : শনিবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের গরিবপুর এলাকায় তৃণমূলের সংশ্লিষ্ট অঞ্চল কমিটির সভা হয়। দলের মাথাভাঙ্গা-১ (এ) ব্লক সভাপতি মহেন্দ্রনাথ বর্মন, অঞ্চল চেয়ারম্যান রণজিৎ বর্মন, অঞ্চল সভাপতি নীরেন বর্মন সহ স্থানীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা

আলিপুরদুয়ার, ২৫ সেপ্টেম্বর : ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে ডুয়ার্স টুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরাম। ডুয়ার্সে ঘুরতে আসা পর্যটকরা ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। ডুয়ার্সের বন্যপ্রাণী ও প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে ছবি পর্যটকরা পাঠাতে পারবেন। ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্লব দে সরকার জানান, পর্যটকদের ডুয়ার্সের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

২৭ সেপ্টেম্বর ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা ছাড়াও ফোরামের সদস্যরা ওইদিন চালসা থেকে মূর্তি হয়ে লাটাগুড়ি পর্যন্ত একটি বাইক র‍্যালির আয়োজন করেছেন। সেদিন জলদাপাড়া, জয়ন্তী, লাটাগুড়ি, বক্সাগেটের মতো জায়গায় সংগঠনের সদস্যরা পর্যটকদের মিষ্টির প্যাকেট, চকোলেট, স্যানিটাইজার ইত্যাদি উপহার তুলে দেবেন।

বৃত্তির ফর্মে সই বিধায়কের

পারডুবি, ২৫ সেপ্টেম্বর : শনিবার পারডুবির নতুনবাজার প্রাঙ্গণে শিবির করে ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির ফর্মে সই করেন মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন। বিধায়ক বলেন, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে নানা জায়গায় শিবির করে বৃত্তির ফর্মে সই করছি। মাথাভাঙ্গায় দপ্তর খুলেছি। নির্দিষ্ট দিনে সেখানেও সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছি।

শতবর্ষ স্মারক কুমারগ্রামে

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৫ সেপ্টেম্বর : 'হাট বন্ধ কুলকুলি/ বন্দে মাতরম হোক বুলি।' এই স্লোগানকে সামনে রেখেই আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে আলিপুরদুয়ার জেলার প্রত্যন্ত কুমারগ্রামে শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলন। ১৯২১ সালে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা চন্দ্রদীপ সিং ও কুলদীপ সিং কুমারগ্রাম ব্লকের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চষে বেড়িয়ে গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ, ওই সময় আলিপুরদুয়ার মহকুমাজুড়ে খাজনা বন্ধ, হাট বন্ধ করে ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ১৯২১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরকেই কুমারগ্রাম ব্লকের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু হিসেবে ধরা হয়। রবিবার ওই ঐতিহাসিক দিনের একশো বছর পূর্ণ হচ্ছে। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে উদ্যোগী হয়েছেন আলিপুরদুয়ারের লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবীরা। পাশাপাশি নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় ওয়েলফেয়ার সোসাইটিও দিনটি স্মরণীয় করতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে।

কুমারগ্রাম ব্লকের স্বাধীনতা আন্দোলনের একশো বছর প্রসঙ্গে বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ বলেন, '১৯৪২ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর কুমারগ্রাম থানা দখল করে জাতীয় পতাকা তুলেছিলেন মঘা দাস, পতুয়া রায়ের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। আমরা ১৯২১ সালের থেকে একশো বছর আগে ১৯২১ সালে এখানকার আদিবাসী, রাজবংশী, বোড়ো, মেচ সহ বিভিন্ন জাতির মানুষ পুঁতেছিলেন। সেখান থেকেই পরবর্তীতে জেলাজুড়ে অসহযোগ আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং আইএনএ বাহিনীর সৈনিকদের বিচার পর্বেও গর্জে উঠেছিলেন আলিপুরদুয়ারের মানুষ। ১৯২০ সালে আলিপুরদুয়ার মহকুমা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। তারপরের বছরই উত্তরপ্রদেশের চন্দ্রদীপ সিং ও কুলদীপ সিং কুমারগ্রাম ব্লকের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চষে বেড়িয়ে গ্রামের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন বর্জন আন্দোলনও এই মহকুমায় শুরু হয়েছিল। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নলিনী পাকড়াশি।

১৯২৯ সালে আলিপুরদুয়ার মহকুমায় ছাত্র ধর্মঘটও সফল হয়। যার শেষ পরিণতি, ১৯৪২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর কুমারগ্রাম থানা দখল। স্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীরাদের অভিযান সফল হলেও পরবর্তীতে অনেক বিপ্লবী ধরাও পড়েন।

স্বাধীনতার এই ইতিহাস সাধারণ মানুষের মধ্যে স্মরণীয় করে রাখতেই এবার কুমারগ্রামের স্বাধীনতার একশো বছর পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, রবিবার আলিপুরদুয়ার থেকে ইতিহাসপ্রেমীরা কুমারগ্রাম থানার সামনে উপস্থিত হবেন। সেখানে তাঁরা স্বাধীনতার একশো বছরের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবেন। মধ্যে ২৬ সেপ্টেম্বর দিনটিকে যুক্ত করে স্মরণীয় করে রাখতে চাইছি।'

নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দেবকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে আমরা কুমারগ্রাম থানার সামনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামে স্মারকস্তম্ভ তৈরি করব। রবিবার এই কাজের শিলান্যাস হবে।'

কুমারগ্রামে স্বাধীনতার বীজ আজ থেকে একশো বছর আগে ১৯২১

আজ শতবর্ষ পূর্তি

- স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরুটা হয়েছিল ১৯২১ সালে
- ১৯৪২ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর কুমারগ্রাম থানা দখল করে জাতীয় পতাকা তোলা হয়েছিল
- আন্দোলনকে স্মরণীয় করে রাখতে ২৬ সেপ্টেম্বর দিনটি পালন করা হয়
- এ বছর একশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বসানো হচ্ছে স্মারকস্তম্ভ

কোভিডে অনাথ শিশুদের উপর নজর

জলপাইগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি ও মালদা জেলায় যেসব শিশু কোভিডের জন্য অনাথ হয়ে গিয়েছে, তাদের সুরক্ষা নিয়ে এক আলোচনা সভা হল জলপাইগুড়িতে। শনিবার ওই সভার উদ্যোক্তা ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস। জানা গিয়েছে, এভাবে অনাথ হওয়া শিশুদের মাসে মাসে আর্থিক সাহায্য করার পাশাপাশি তাদের লালনপালন সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কি না, সেব্যাপারেও মাসে মাসে খোঁজ নেওয়া হবে।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে কমিশনের চেয়ারপার্সন অনন্যা চট্টোপাধ্যায় জানান, রাজ্যে কোভিডের জন্য অনাথ হয়ে পড়া শিশুর সংখ্যা আপাতত ৩ হাজার ৪০০ জন। তাদের মাসিক ২ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে। জেলায় জেলায় ঘুরে এই বিষয়ে তথ্য নিচ্ছে কমিশন। দ্রুত স্কুল না খুললে শিশুমনে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এছাড়া এই অনাথ শিশুরা যে আত্মীয়ের কাছে আছে, সেখানে তারা যত্নে আছে কি না, তা

জানতে প্রতি মাসে জেলা শিশু সুরক্ষা বিভাগ এবং জেলা শিশুকল্যাণ কমিটির পক্ষ থেকে গোপনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নজরদারি চালানো হবে।

এদিকে, জলপাইগুড়ি শিশুকল্যাণ কমিটির চেয়ারপার্সন বেবি উপাধ্যায় জানান, কোভিডে স্কুল বন্ধ থাকায় গৃহবন্দি শিশুদের মানসিক অবসাদ বাড়ছে। এছাড়া জেলায় কোভিডে আক্রান্ত হয়ে বাবা-মা মারা গিয়েছে ১১৪ জন শিশুর। মালদা জেলা শিশু সুরক্ষা বিভাগের আধিকারিক অম্বরীশ বর্মন জানান, তাদের জেলায় ৭৫ জন শিশু কোভিডের কারণে অনাথ হয়েছে। মালদা জেলা শিশুকল্যাণ কমিটির চেয়ারপার্সন চৈতালী গুহসরকার জানান, এই কোভিড পরিস্থিতিতেও পালিয়ে বিয়ে করার মতো ঘটনা, পকসো মামলা বাড়ছে। জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্র দাস এবং মালদার সিএমওএইচ ডাঃ শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দুজনেই মনে করেন যে, কোভিডের জন্য যেসব শিশুরা বাবা-মাকে হারিয়েছে তাদের কাউন্সেলিং প্রয়োজন।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন থানের এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, থানের বাসিন্দা অনিল কুমার বালিরাম গায়কোয়ার্ড -কে

01.09.2021 তারিখের ড্র-তে টিকিট নম্বর **46E 89451** এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। আনন্দিত বিজয়ী বললেন, "কোটিপতি হয়ে আমি আমার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারছি না। আমার পরিবার ও আমার বন্ধু বান্ধবরা খুবই আনন্দিত। আমি কখনই ভাবতে পারিনি যে ডিয়ার লটারিতে আমি কোটিপতি হয়ে যাব। বাড়ি ফেরার সময় আমি কিছু লটারি বিক্রেতাদের দেখি এবং তাদের কাছ থেকে কিছু লটারির টিকিট কিনি। আমার পক্ষ থেকে আমি নাগাল্যান্ড সরকার কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাকে কোটিপতি করে তলার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায়। ডিয়ার লটারি সব-শ্রেণীর মানুষের জীবনযাপনের মান উন্নত করছে।

প্রসেনজিতেই ভরসা তৃণমূলের

ফালাকাটা, ২৫ সেপ্টেম্বর : ফের তৃণমূলের কৃষক সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলার সভাপতি হলেন ফালাকাটার প্রসেনজিৎ রায়। শনিবার কলকাতায় সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পূর্ণেন্দু বসু তাঁকে তিন বছরের জন্য পদের দায়িত্ব দেন। কলকাতা থেকে ফিরেই নানা কর্মসূচি শুরু করবেন বলে প্রসেনজিৎবাবু জানিয়েছেন।

বামফ্রন্টের আমল থেকে প্রসেনজিৎ তৃণমূল কিষান ও খেতমজদুরের অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি ছিলেন। ২০১৪ সালে আলিপুরদুয়ার পৃথক জেলা হলে সংগঠনের এই জেলার সভাপতি হন। এবার ফালাকাটায় অঞ্চল সভাপতিও পরিবর্তন করা হয়। তবে জেলা সভাপতি পদে আর বদল হল না।

প্রসেনজিৎবাবু কলকাতা থেকে ফোনে বলেন, 'জেলায় ফিরেই প্রতিটি ব্লকে সম্মেলন করা হবে। তারপর পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও কৃষি আইনের প্রতিবাদে লাগাতার কর্মসূচি করা হবে।'